ঘাসের চাষ শিখতে এবার বিদেশ যাবেন ৩২ কর্মকর্তা

ঘাসের চাষ শিখতে এবার বিদেশ যাবেন ৩২ কর্মকর্তা। প্রত্যেকের পেছনে ব্যয় হবে ১০ লাখ টাকা করে। এতে মোট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা।

‘প্রাণীপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাসের চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর’ শীর্ষক প্রকল্পে এ অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আগামী মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে উপস্থাপন করা হচ্ছে ১০১ কোটি ৫৩ লাখ টাকার প্রকল্পটি। এছাড়া অডিও, ভিডিও ও চলচ্চিত্র নির্মাণে চাওয়া হয়েছে ২০ লাখ টাকা।

অনুমোদন পেলে চলতি বছর থেকে ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন করবে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর। তবে এ ধরনের বিদেশ সফরের ব্যয়কে অপচয় এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আশপাশের দেশের ঘাস উৎপাদন পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া দেখতে এই সফরের প্রয়োজন।

এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পে খিচুড়ি রান্না শিখতে বিদেশ সফরের ব্যবস্থা থাকায় ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময় পুকুর খনন শেখা, খাল খনন, মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর, কাজুবাদাম চাষ, সড়ক উন্নয়ন এবং সুউচ্চ বিল্ডিং দেখতে বিদেশ সফরের প্রস্তাবও ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। এবার প্রস্তাব করা হল ঘাস চাষ দেখতে বিদেশ সফরের।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সাবেক সভাপতি ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বৃহস্পতিবার বলেন, ঘাস চাষ এমন কোনো প্রযুক্তিগত বিষয় নয় যে, বিদেশ যেতে হবে। বরং এই টাকা গবেষণায় ব্যয় করলে দেশ আরও উপকৃত হতো। তাছাড়া যারা চাষ দেখে আসবেন তারা হয়তো বদলি হয়ে যাবেন। কিংবা এই সফরে অপ্রয়োজনীয় অনেক কর্মকর্তাই হয়তো থাকবেন। তাই উন্নয়ন প্রকল্পে এ রকম ব্যয় বাদ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ঘাসের চাষ শিখতে বিদেশ সফরের আয়োজন হাস্যকর। এ ধরনের ব্যয় প্রস্তাবে প্রশ্ন থেকে যায়।

যারা এই সফরে যাবেন তাদের আদৌ এত টাকা খরচ করে বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। তাছাড়া ১০১ কোটি টাকার প্রকল্পে ৩ কোটি টাকার বেশি শুধু বিদেশ সফরেই যদি ব্যয় হয় তাহলে মূল প্রকল্পের কি অবস্থা হবে? শতাংশের হিসাবে এই টাকা হয়তো বড় কিছু নয়, কিন্তু অঙ্কের দিক থেকে তো অনেক বেশি।

দেশের কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত বেশকিছু নামকরা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তারা উন্নত ঘাসের চাষ আবিষ্কার করতে পারে না? এটি জটিল কোনো কারিগরি প্রকল্প নয় যে, বিদেশ যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয় করে কি পরিমাণ আর্থিক লাভ পাওয়া যাবে তার হিসাব করা উচিত।

জানতে চাইলে প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের মহাপরিচালক ডা. আবদুল জব্বার শিকদার বলেন, আমাদের দেশে ঘাস চাষ জনপ্রিয় নয়। ফলে গরুর জন্য আলাদা ঘাসের প্রয়োজন সেটি মানুষের ধারণার মধ্যে নেই। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত মানের ঘাস চাষ ছড়িয়ে দেয়া হবে। বেশি বেশি দুধ পেতে হলে উন্নত ঘাসের অবশ্যই প্রয়োজন। বেসরকারি পর্যায়ে যাতে পুষ্টিগুণসম্পন্ন ঘাস পাওয়া যায় সেজন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের যেসব দেশে অল্প জমিতে বেশি পরিমাণ এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন ঘাস উৎপাদন হচ্ছে সেগুলোর চাষাবাদ পদ্ধতি দেখতে এবং টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার থাকায় বিদেশ সফরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ৩২ জনের মধ্যে দেখা যাবে প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের ৫ জনের মতো কর্মকর্তা থাকতে পারেন। বাকিরা পরিকল্পনা কমিশন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা।

সূত্র জানায়, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, খামারি পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করার মাধ্যমে গবাদি প্রাণীর পুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো। এছাড়া প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় খামার পর্যায়ে প্রাণীপুষ্টি উন্নয়ন প্রযুক্তি প্রদর্শন ও দুর্যোগকালীন গো-খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সাইলেজ প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ। খামারিদের প্রাণীপুষ্টি

প্রিমিক্স খাদ্য এবং কৃমিনাশক বিতরণ, কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট নির্বাচন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। সূত্র- যুগান্তর

বছরে একাধিকবার গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো যাবে

বছরে একাধিকবার গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সুযোগ রেখে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে ‘বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) বিল-২০২০’।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বুধবার জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত আকারে বিলটি সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হয়। বিলটি পাস করার প্রস্তাব করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

এর আগে, বিলটির ওপর আনীত সংশোধনী বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো নাকচ হয়ে যায়।

সংসদের বিরোধী দলের সদস্যরা এই বিলের বিরোধিতা করে বলেন, বিদ্যমান আইনে ট্যারিফ কমিশনের বছরে মাত্র একবার মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু এই বিলের মাধ্যমে ট্যারিফ কমিশনকে যখন-তখন গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে সাধারণ জনগণের ওপর চাপ বেড়ে যাবে। পণ্য মূল্য ও পরিবহণের ওপরও প্রভাব পড়বে।

‘বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) বিলে’ বলা হয়েছে, ট্যারিফ কমিশন প্রয়োজন বোধ করলে বছরের যেকোনো সময় এক বা একাধিকবার ট্যারিফ মূল্য বা শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারবে।

ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ মামলার রায় দুপুরে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্রী ধর্ষণ মামলার একমাত্র আসামি মজনুর বিরুদ্ধে রায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘোষণা করা হবে।

গত ১২ নভেম্বর ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার রায়ের জন্য আজকের দিন নির্ধারণ করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আফরোজা ফারহানা আহম্মেদ অরেঞ্জ বলেন, এই মামলায় আসামি মজনু ধর্ষণের কথা আদালতে স্বীকার করেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রপক্ষ আসামির যাবজ্জীবন কামনা করেছি।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত মজনুর আইনজীবী রবিউল ইসলাম রবি বলেন, রাষ্ট্রপক্ষ এ মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রমাণ করতে পারেনি। তাই এ মামলায় তিনি খালাস পাবেন।

গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হন। পরে ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে ক্যান্টনমেন্ট থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। ধর্ষণের ঘটনায় ৮ জানুয়ারি ক্যান্টনমেন্ট থানার শেওড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে মজনুকে গ্রেফতার করে র্যাব। ৯ জানুয়ারি মজনুর রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত। ১৬ জানুয়ারি মজনু ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেয়। এরপর থেকে মজনু কারাগারে বন্দী।

আদালত সূত্র জানায়, গত ১৬ মার্চ মজনুকে একমাত্র আসামি করে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিদর্শক আবু সিদ্দিক। ওই দিনই আদালত মামলাটি বিচারের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বদলির আদেশ দেয়। ২৬ আগস্ট এ মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে আদালত সাধারণ ছুটিতে থাকায় মাঝখানে কোনো কার্যক্রম হয়নি।

[redacted]

[redacted]

পুলিশে দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা নেই : আইজিপি

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. বেনজীর আহমেদ বলেছেন, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। কোনো পুলিশ সদস্য অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবে না। বাংলাদেশ পুলিশে দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা নেই। পুলিশ হবে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত।’

আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় আইজিপি এ আহ্বান জানান। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে (ডিএমপি) কর্মরত উপপরিদর্শক (এসআই), সার্জেন্ট ও পরিদর্শকদের কল্যাণ ও জনসাধারণের সঙ্গে আচরণবিধি নিয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

আইজিপি আরও বলেন, পুলিশ সদস্যদের মনোজগতের পরিবর্তন দরকার, দরকার তাদের আচরণের পরিবর্তন। মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। মানুষের ওপর শারীরিক শক্তি প্রয়োগ না করে আইনি সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।

ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত আইজি ড. মো. মইনুর রহমান চৌধুরী, এসবি প্রধান মীর শহীদুল ইসলাম, সিআইডি প্রধান ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান এবং ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যান্সার চিকিৎসায় বাংলাদেশে নতুন প্রযুক্তি

ক্যান্সার মানেই মৃত্যু; আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি সেই ধারণা খানিকটা বদলাতে পারলেও এখনো বিশ্বজুড়ে ২য় সর্বোচ্চ মৃত্যু ঘটে এই রোগেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব বলছে, শুধু

বাইডেনকে মোদির ফোন: কথা হল যেসব বিষয় নিয়ে

আগেই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। তবে জো বাইডেনের সঙ্গে কথোপকথন হয়নি। অবশেষে নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনালাপ সারলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনাভাইরাস মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন তারা।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ টুইটারে মোদি বলেন, “অভিনন্দন জানানোর জন্য নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। ইন্দো-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্কের প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় জোর দিলাম। করোনাভাইরাস মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার মতো বিষয়ে দু’পক্ষের অগ্রাধিকার এবং উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করলাম।”

মোদি এবং বাইডেন আর কী কী বিষয়ে কথা বলেছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে ট্রাম্প-পরবর্তী মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে আলোচনা চালিয়ে যাবে ভারত, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মোদি। বরাবরই প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত-চীনের মতো দেশকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে গোঁসা করেছেন। এমনকী প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি হাতড়াতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রচারে ভারতকে ‘নোংরা’ বলেছিলেন ট্রাম্প। সেই সময়ও ভারতকে ‘বন্ধু’ হিসেবে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করেছিলেন বাইডেন। সেক্ষেত্রে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে আবারও আমেরিকার স্বাক্ষরের সম্ভাবনাও আছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

ভারত-মার্কিন পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি

বাইডেনের ডেপুটি কমলা হ্যারিসকেও অভিনন্দন জানান মোদি। টুইটারে সে কথা জানিয়ে মোদি বলেন, “নব-নির্বাচিত মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকেও উষ্ণ অভিনন্দন জানানোর কথা বলেছি। প্রাণবন্ত ভারতীয়-মার্কিন গোষ্ঠীর কাছে তার সাফল্য অত্যন্ত গর্বের এবং অনুপ্রেরণামূলক। যারা ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।” সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ভোটের ফল নিয়ে দ্বিমত, সাইবার সিকিউরিটির প্রধানকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

এবার মাকির্ন সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সির (সিআইএসএ) প্রধান ক্রিস ক্রেবসকে বরখাস্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মঙ্গলবার রাতে ক্রেবসকে বরখাস্ত করেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, নির্বাচনের অখণ্ডতা নিয়ে ‘অত্যন্ত ভুল’ মন্তব্য করেছিলেন ক্রিস ক্রেবস। সে কারণেই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৩ নভেম্বরের সিআইএসএর পক্ষ থেকে নির্বাচনকে, ‘যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে সুরক্ষিত নির্বাচন’ বলে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনে কোনো ভোট মুছে যাওয়া, বাতিল হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে বলা হয়েছিল।

সিআইএসএর পক্ষ থেকে এমন বিবৃতি আসায় ক্ষুব্ধ হন ট্রাম্প। মঙ্গলবার রাতে ক্রেবসকে বহিষ্কারের কথা জানিয়ে ট্রাম্প আবার তার টুইট বার্তায় দাবি করেন, ভোটে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে।

গত ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকেই ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তুলে আসছেন

ট্রাম্প। এই নির্বাচনে ৩০৬টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে জয় নিশ্চিত করেছেন বাইডেন। অপরদিকে ট্রাম্প পেয়েছেন ২৩২টি ভোট।

মার্কিন গণমাধ্যমগুলোতে এর মধ্যেই বাইডেনকে জয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু নিজের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ট্রাম্প। তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

জীবননগরে প্রতিবন্ধীর মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ

প্রতিবন্ধী আঃ রহিম উপজেলা সমাজ সেবা অফিস থেকে পেল হুইল চেয়ার। প্রতিবন্ধী আঃ রহিম জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গয়েশপুর গ্রামের দিনমজুর হযরত আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় সীমান্ত ইউনিয়ন সমৃদ্ধ যুব কমিটির আয়োজনে সীমান্ত ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাজাহানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গয়েশপুর নবারুন ক্লাবের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিবন্ধী আঃ রহিমকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন, জীবননগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মধু, সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ, তুহিনুজ্জামান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন আশাদুজ্জামান লিটন।

সাবেক ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী

আর নেই

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত, নবম জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী আর নেই।

সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ শাখার পরিচালক মো. তারিক মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কিডনি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ বার্ধক্যজনিত সমস্যায় তিনি ভুগছিলেন বলে জানা গেছে। ২৯ অক্টোবর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

সাবেক ডেপুটি স্পিকার কর্নেল শওকত আলী শরীয়তপুর-২ আসন থেকে ৫ পাঁচবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক কন্যার জনক।

পাকিস্তান আমলে ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়েছিল, তাতে শওকত আলীকেও আসামি করা হয়। তিনি মুক্তিসংহতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ৭১ ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা।

আজ বাদ মাগরিব তাঁর নামাজে জানাযা বায়তুল মোকাররম মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে বিকাল সাড়ে ৩টায় শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার মরদেহ জাতীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) সকাল ১০টায় সশস্ত্র বাহিনীর হেলিকপ্টারে মরদেহ শরীয়তপুর জেলার নড়িয়ায় নেয়া হবে।

সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নড়িয়া শহীদ মিনারে রাখা হবে মরদেহ। বাদ জোহর নড়িয়া বি এল উচ্চ বিদ্যালয়ে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী।